72

আজকের কাগজ

তারিখ ... 18 JAN 1994 ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৬

বাজিতপুরের মফিজুর রহমান উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগ

কিশোরগঞ্জের বাজিতপুর থানার গাজিরচর গ্রামে ১৯৯০ সালে মফিজুর রহমান রোকন নামের একটি উচ্চবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিলো। বিদ্যালয়ের জন্যে জমি ক্রয় থেকে বিদ্যালয় ভবন নির্মাণের কাজ পর্যন্ত সবই সরকারি অনুদানের টাকা দিয়ে সম্পন্ন করা হয় বলে জানা যায়। কাগজে কলমে বিদ্যালয়টি ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে বিধিমত শিক্ষক নিয়োগ করে বিদ্যালয়টি চালু করা হয়। আড়াই বছর চলার পর ১৯৯২ সালের ১৪মে ঘূর্ণিঝড়ে বিদ্যালয় ভবনটি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়। বিদ্যালয় ভবন পুনর্নির্মাণের সকল উদ্যোগ বিফল হলে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী ক্রমান্বয়ে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করে। প্রতিষ্ঠাতা রোকন শিক্ষক-কর্মচারিদের হাজিরা বহিসহ কতিপয় শিক্ষকের নিয়োগপত্র শিক্ষক মঞ্জুরির জন্যে প্রয়োজন পড়বে বলে ঢাকায় তার ব্যক্তিগত হেফাজতে নিয়ে যান। আড়াই বছর সকল শিক্ষক-কর্মচারি বিনা বেতনে চাকরি করেন। পরে তাদেরকে কোনো টাকা না দিয়ে এবং নিয়ম নীতির তোয়াক্কা না করে প্রতিষ্ঠাতা উক্ত শিক্ষকদের চাকরিচ্যুত করেন। গত দেড়বছর ধরে বিদ্যালয়ের কোনো অস্তিত্ব নেই ফলে শিক্ষক ও কর্মচারিরা যার যার বাড়িতেই অবস্থান করছিলেন। কিছুদিনের মধ্যে বিদ্যালয়টিকে আবার চালু করার কথা শোনা যাচ্ছে। এই লক্ষ্যে নতুন শিক্ষক কর্মচারি নিয়োগ করা হয়েছে। দুর্দশাগ্রস্ত পূর্বের শিক্ষক -কর্মচারিরা তাদের পাওনা টাকা ও নিয়ম বহির্ভূতভাবে চাকরিচ্যুতির প্রতিকারের জন্যে বিভিন্ন জনের কাছে ধরণা দিচ্ছেন। কয়েকজন শিক্ষক গত ১৫ ডিসেম্বর '৯৩ সংশ্লিষ্ট মহাপরিচালক বরাবর লিখিত অভিযোগ পেশ করেছেন। বাজিতপুর থেকে খন্দকার মাহবুবুর রহমান।